গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ৮ বছর ধরে নষ্ট জেনারেটর

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে প্রায় আট বছর ধরে নষ্ট হয়ে পড়ে আছে জেনারেটর। হাসপাতালের দোতলায় ওঠার সিঁড়ির নিচে একটি তালাবদ্ধ কক্ষে পড়ে রয়েছে এটি। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় দরজার তালায়ও ধরেছে মরিচা। অথচ বিদ্যুৎ বিভ্রাটের সময় বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে জেনারেটরটি চালু থাকার কথা। ফলে লোডশেডিং হলে দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের। কখনো কখনো চিকিৎসকদের মোবাইল ফোনের আলো জ্বালিয়ে রোগী দেখতে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী ও তাঁদের স্বজনেরা।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বর্তমানে জরুরি বিভাগে বিকল্প হিসেবে একটি আইপিএস ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। ফলে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হলে রোগীদের ভোগান্তি বেড়ে যায়।

স্থানীয়দের অভিযোগ, একটি গুরুত্বপূর্ণ সরকারি হাসপাতালে দীর্ঘদিন ধরে জেনারেটর মেরামত না হওয়া কর্তৃপক্ষের উদাসীনতারই পরিচয়। মেহেরপুরের গাংনী একটি বৃহৎ উপজেলা। এ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ চিকিৎসা নিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আসেন। অনেকে হাসপাতালে ভর্তি থেকে চিকিৎসা নেন। এ অবস্থায় বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে, বিশেষ করে গরমের সময়, রোগীদের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। দ্রুত জেনারেটরটি সচল করার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

হাসপাতালে ভর্তি রোগী ফাতেমা খাতুন বলেন, “গতকাল শুক্রবার রাতে কিছুটা বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। হাসপাতালে ভর্তি থাকলে বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের অস্বস্তি চরমে ওঠে। আমি কয়েক দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছি। বর্তমানে হাসপাতালে রোগীর চাপও রয়েছে। হাসপাতালে যাতে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ থাকে, সে বিষয়টি দেখার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ করছি।”

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা হাসানুজ্জামান বলেন, “হাসপাতালে লোডশেডিং হলে রোগীদের কষ্ট আরও বেড়ে যায়। শুনেছি, হাসপাতালে জেনারেটর আছে, কিন্তু সেটি সাত থেকে আট বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। কর্তৃপক্ষের কার্যকর উদ্যোগের অভাবেই হয়তো এমন অবস্থা হয়েছে। জেনারেটরটি দীর্ঘদিন তালাবদ্ধ থাকায় সেটি আরও নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুরোধ, মানুষ যেন একটু স্বস্তিতে চিকিৎসাসেবা নিতে পারে, সে জন্য গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দিকে নজর দিন।”

মোছা. সামিয়া সুলতানা বলেন, “কিছুদিন আগে আমার বোনের মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। লোডশেডিংয়ের কারণে রাতে থাকতে অনেক কষ্ট হয়েছিল। বিদ্যুৎ না থাকায় রোগী ও স্বজনদের দুর্ভোগের সীমা ছিল না। আমরা জানি, হাসপাতালে জেনারেটর রয়েছে। বিদ্যুৎ না থাকলে অন্তত সেটি চালু থাকার কথা। কিন্তু সারা রাতেও জেনারেটর চালাতে দেখিনি। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের উচিত, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটির দিকে সুনজর দেওয়া।”

রোগীর স্বজন রাজু আহমেদ বলেন, “দিনে বা রাতে যখনই বিদ্যুৎ চলে যায়, তখনই রোগীদের অস্বস্তিতে পড়তে হয়। হাসপাতালে বিকল্প হিসেবে অন্তত জেনারেটর অথবা আইপিএসের ব্যবস্থা থাকা দরকার। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভালো চিকিৎসা পাওয়া গেলেও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ না থাকায় রোগীদের কষ্ট কম নয়। আশা করছি, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করবেন।”

এদিকে গাংনী পল্লী বিদ্যুৎ জোনাল অফিসের এজিএম (ওঅ্যান্ডএম) ফয়সাল হোসেন জানান, তাঁদের বিদ্যুতের চাহিদা ১০ থেকে ১১ মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে। তবে মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ লাইনে কাজ করার কারণে সাময়িকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যানবিদ মো. মনিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত মোট ১০৪ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।

হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. মাসুদুর রহমান বলেন, “রোগীদের সঠিকভাবে চিকিৎসাসেবা দিতে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন। যে সময়টুকু বিদ্যুৎ থাকে না, সে সময় রোগীদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে

জেনারেটর অথবা আইপিএস থাকা দরকার। বর্তমানে এখানে একটি আইপিএস রয়েছে, যা দিয়ে জরুরি বিভাগে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন ওয়ার্ডে ভর্তি রোগীদের জন্য জেনারেটর অথবা অতিরিক্ত আইপিএস প্রয়োজন। বিদ্যুৎ না থাকলে অনেক সময় মোবাইল ফোনের টর্চের আলো জ্বালিয়েও রোগী দেখতে হয়।”

তিনি আরও বলেন, “হাসপাতালের অফিস সূত্রে আমরা জানতে পেরেছি, জেনারেটরটি সাত থেকে আট বছর ধরে নষ্ট রয়েছে। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। তাঁরা দ্রুত এটি মেরামতের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।”

মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সংসদ সদস্য নাজমুল হুদা বলেন, “গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রতিষ্ঠান। উপজেলার অধিকাংশ রোগী এ হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসেন। লোডশেডিং হলে ভর্তি রোগীদের অনেক কষ্ট হয়। তাই হাসপাতালে কীভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করা যায়, সে বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।”

অবহেলিত স্বাস্থ্য খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেছেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের রেখে যাওয়া অবহেলিত স্বাস্থ্য খাতের শৃঙ্খলা ফেরাতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। কেবল স্বাস্থ্যখাত নয়, বরং দেশের চিকিৎসা পদ্ধতিই পরিবর্তন করে দেয়া হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় আগামী তিন বছরের মধ্যে দেশের সকল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৯ তলা বিশিষ্ট আধুনিক স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স করা হবে। তিন ধাপে দেশের সকল ৫০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে ১৫১ শয্যায় উন্নীত করা হবে।

তিনি বলেন, বিগত ১৭ বছরে ফ্যাসিষ্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশের চিকিৎসা খাতকে মারাত্মক ভাবে অবহেলা করা হয়েছে। সকল খাতে লুটপাট করা হয়েছে, চিকিৎসা খাতেও ব্যাপক লুটপাট করা হয়েছে। দায়বদ্ধতার অভাব ছিল, যে কারণে স্বাস্থ্যসেবা বিঘ্নিত হয়েছে।

রোববার (১৬ আগস্ট) সকালে এক আকস্মিক ঝটিকা সফরে ঝিনাইদহের মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে হাসপাতালের ওষুধ ক্রয়েও দুর্নীতি হয়েছে। মানুষের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ওষুধ, অ্যান্টি র্যাবিস ভ্যাকসিন, অ্যান্টি স্নেক ভেনম সহ জরুরী ইনজেকশন হাসপাতালের বাইরে বিক্রি করা হতো। রোগীদের ওষুধ দেয়া হতো না। রোগীদের সঙ্গে চিকিৎসকরা খারাপ আচরণ করতেন। অনেক জায়গায় চিকিৎসকরা নিয়মিত হাসপাতালে আসতেন না। ডাক্তার নার্সরা রোগীদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করতেন। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পরে বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে এ ধরণের অভিযোগের নোট পেয়েছি।

স্বাস্থ্যমন্ত্রী সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, দেশের স্বাস্থ্যখাতকে নতুন একটি শৃঙ্খলার মধ্যে চিকিৎসা পদ্ধতিকে আমরা নিয়ে আসতে চাচ্ছি। চিকিৎসক সংকট, ওষুধ সংকট ও রোগীদের সেবা সহজীকরণে আমরা দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। সরকারি স্বাস্থ্যসেবার প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা ফেরাতে আমরা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কোনো ছাড় দেবো না।

মন্ত্রী বলেন, আগামীতে ১৫১ শয্যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চালুর পর এসব হাসপাতালে প্রসূতি নারীদের জন্য ২৫ শয্যার বিশেষ ওয়ার্ড রাখা হবে। শিশুদের জন্য ২০ শয্যার পৃথক ওয়ার্ড রাখা হবে। এই হাসপাতালগুলোতেই কিডনি ডায়ালাইসিসের মতো সেবা আমরা চালু করার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি। এগুলো বাস্তবায়ন হলে দেশের স্বাস্থ্যখাত ও চিকিৎসা সেবার পদ্ধতিই বদলে যাবে।

এর আগে সকালে মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিভিন্ন ওয়ার্ড ঘুরে দেখেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী। এ সময় তিনি হাসপাতালে সেবা নিতে আসা রোগীদের সার্বিক খোঁজখবর নেন। সেই সাথে হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবার মান ও খাবারের মান নিয়েও রোগী ও তাদের স্বজনদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি কালীগঞ্জ

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শন করেন। এসময় সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

চিকিৎসক না পেয়ে রোগীদের ভোগান্তি

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১০৬ নম্বর কক্ষ গতকাল শনিবার সকালে ফাঁকা পাওয়া গেছে। এতে চিকিৎসাসেবা নিতে আসা অনেক রোগী চিকিৎসক না পেয়ে ফিরে গেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।

শনিবার সকালে সরেজমিনে হাসপাতালে গিয়ে দেখা যায়, ১০৬ নম্বর কক্ষে কোনো চিকিৎসক বা সংশ্লিষ্ট কর্মী উপস্থিত নেই। ওই কক্ষে চিকিৎসক ডা. নুসরাত এবং মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের দায়িত্ব পালনের কথা ছিল।

মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নূর হোসেন আল-আমিনের মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি ছুটিতে রয়েছেন। তবে কিছুক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে এসে রোগীদের সেবা দিতে দেখা যায়।

অন্যদিকে চিকিৎসক ডা. নুসরাতের মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আসাদুজ্জামান বলেন, “ডা. নুসরাত ও নূর হোসেন আল-আমিন দুজনের কেউই ছুটিতে নেই। ডা. নুসরাত ফোন রিসিভ করেননি বলে আমি জানতে পেরেছি।”

এ ঘটনায় রোগীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। ভুক্তভোগীরা দ্রুত চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে নিয়মিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এক ব্যতিক্রমধর্মী পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালিত হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ৮টার দিকে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ভেতর ও বাইরের বিভিন্ন স্থানে এ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এ সময় সংসদ সদস্যসহ দলীয় নেতাকর্মীরা নিজ হাতে হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, চত্বর ও আশপাশের এলাকা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন।

পরিচ্ছন্নতা অভিযান শেষে এমপি রুহুল আমীন বলেন, দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে আমরা নিজের হাতে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করেছি। হাসপাতালের ভেতর ও বাইরে সব জায়গায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। এখানে নতুন আটজন চিকিৎসক যোগদান করেছেন, যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক খবর। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁদের মাধ্যমে এলাকাবাসী আরও উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবেন।

তিনি আরও বলেন, নির্বাচনের আগে যেমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, এখনও সে কথাই বলছি আগামী ছয় মাসের মধ্যে এখানে অপারেশন থিয়েটার চালু করা হবে, ইনশাআল্লাহ। হাসপাতালটিতে চোখের রোগীদের দেখার ব্যবস্থা রয়েছে, যা একটি ইতিবাচক দিক। প্রয়োজনীয় ওষুধপত্রও এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ইনডোর রোগীরা চিকিৎসাসেবা পাচ্ছেন।

সরকারি হাসপাতালের প্রতি জনগণকে আস্থা রাখার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, সরকারি হাসপাতালের পরিবেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদের সবার দায়িত্ব। এখানে অনেক সুযোগ-সুবিধা রয়েছে, সেদিকে আমরা গুরুত্ব দেব। সবাই মিলে আমরা এই হাসপাতালটিকে এলাকার স্বাস্থ্যসেবার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. ফাহমিদা আক্তার রুনা, জেলা জামায়াতের নায়েবে আমীর আজিজুর রহমান, উপজেলা জামায়াতের আমীর নায়েব আলী, সেক্রেটারি জেনারেল আবেদ উদ দৌলা টিটন, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন জামায়াতের আমীর আবুল কাশেমসহ উপজেলা জামায়াতের নেতাকর্মী, জামায়াতে ইসলামীর স্থানীয় ও বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ওয়ার্ডবয়ের বিরুদ্ধে উৎকোচ নেওয়ার অভিযোগ

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেবার মান একেবারেই তলানিতে ঠেকেছে। জরুরী বিভাগের ওয়ার্ডবয় মাসুমবিল্লাহ বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের অভিযোগ সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের কাজের বিনিময়ে টাকা না নিয়ে কাজ না করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বুধবার বেলা ১১ টার দিকে জরুরি বিভাগে কর্মরত ওয়ার্ডবয় পাখি ভ্যান চালকের এক সেলাই দিয়ে ৩শ টাকা নেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাসমিয়া খাতুনের সামনেই স্বীকার করেন বলেন আমাকে ৩ শত টাকা বকশিস দিয়েছেন।

জানাযায়, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজি আলি আজগার টগর উপজেলার সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কোন কিছু ঘাটতি রাখেননি। তার এই সুনাম নষ্ট করার জন্য বিভিন্ন সময় সুনামধন্য সেবা প্রতিষ্ঠানে সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সাধারণ মানুষ এতে সাধারণ মানুষের জনমনে চাপা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। তারই ধারাবাহিকতায় দামুড়হুদা উপজেলার ফুলবাড়িয়া গ্রামের নজীর আহাম্মদের ছেলে পাখি ভ্যান চালক শফিকুল ইসলাম ডান হাতের আঙ্গুলে ইনফেকশন হওয়ায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে গিয়ে কতব্যরত ওয়ার্ডবয় মাসুমবিল্লার সরাপর্ন্য হয়।পরে মাসুমবিল্লা একটা সিলায় দিতে ৪ শত টাকা দাবি করেন। বলেন ৪ শত টাকা না দিলে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চলে যান। ভুক্তভোগী শফিকুল ইসলাম দিশেবিষে না পেয়ে ৩ শত টাকা দিয়ে হাতের ক্ষত স্থানে সেলায় দিয়ে নেন।

উল্লেখ্য থাকে দামুড়হুদা উপজেলার উজিরপুর গ্রামের মাসুমবিল্লাহ দীর্ঘ ১০ বছর ধরে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরী বিভাগে কাজ করে আসছে।সে এ কাজ করার সুবাধে টাকা ছাড়া কোন কাজ সে করে না। একটা সরকারি সেবা মুলক প্রতিষ্ঠানে সেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের নিকট টাকা দাবি করা কোনভাবেই বধ্যগম্য নাই এলাকাবাসীর

মন্তব্য।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি বিভাগে কতব্যরত চিকিৎসক মেডিকেল অফিসার ডাঃ তাসমিয়া খাতুন এমন অভিযোগ পেয়ে মাসুমবিল্লাহকে সাংবাদিকদের সামনে জিগ্যেসা করলে অপকটে স্বাীকার করে বলেন রোগি আমাকে ৩ শত টাকা বকশিস দিয়েছেন। এটা শুনে তিনি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন।

পাখি ভ্যান চালক শফিকুল ইসলাম বলেন, আমি একজন গরীব মানুষ টাকা না থাকায় সরকারি হাসপাতালে আসি। এখানে এসে আরো বিপদ টাকা ছাড়া কাজ হলো না। আমার হাতে সেলাই দিতে ৪ শত টাকা দাবি করলে আমি ওয়ার্ডবয়কে ৩ শত টাকা দিই। এ কেমন সরকারি হাসপাতাল। এ বিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিবার পরিকল্পনা কর্মকতা হেলেনা আক্তার নিপা টেনিংয়ে থাকা অবস্থায় তার নিকট বার বার ফোন দিলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, ভুক্তভোগী লিখিতভাবে অভিযোগ দায়ের করলে ওয়ার্ডবয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

ভোড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স পরিদর্শনে এমপি কামারুল

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হাসপাতাল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফীন।

শনিবার বিকেলে ভেড়ামারা উপজেলা হাসপাতালের সার্বিক খোঁজ খবর নেন।

পরিদর্শন কালে কামারুল আরেফীন এমপি হাসপাতালে উপস্থিত রোগীদের খোঁজ খবর নেন। স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন দিক

নির্দেশনা দেন।

পরিদর্শনজালীন সময়ে হাসপাতালের ডাক্তার, নার্স ও মিডওয়াইফদের সাথে বৈঠক করেন।

কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধনী

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে, বলে দেশের সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫০ শয্যা হতে ১০০ শয্যায় উন্নীতকরণে নবনির্মিত ভবনের শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বিএনপি- জামায়াতের উদ্যেশে এ কথা বলেন স্বাস্থ্য মন্ত্রী জাহিদ মালেক (এমপি)।

তিনি বলেন,আপনারা অনেক ভাগ্যবান। আর আপনাদের এমপি অনেক কর্মঠ,যে কারনে আজ আপনাদের এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৫০ শয্যা থেকে ১০০ শয্যায় উন্নীত হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, আমরা বিএনপি- জামাত জোটের কথা ভূলি নাই। তারা যখন ক্ষমতায় ছিল,দেশের সব কমিিউনিটি ক্লীনিক বন্ধ করে দিয়ে ছিল। কারন ক্লীনিক গুলো শেখ হাসিনা করেছিল। ওই ক্লীনিকে সেবা নিলে, ভোট সবাই আওয়ামী লীগে দিবে। এখন তারাই আবার মাঠে নামছে,দেশের অরাজকতা সৃষ্টি করতে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, ঝিনাইদহের সিভিল সার্জন ডাঃ শুভ্রা রানি দেবনাথ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন,ঝিনাইদহ-৩ আসনের সাংসদ সদস্য এ্যাডঃ শফিকুল আজম খাঁন চঞ্চল, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব জাহাঙ্গীর আলম,স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাশার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম,স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের

অতিরিক্ত সচিব সাইফুল্লাহিল আজম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অতিরিক্ত সচিব ডাঃ রাশেদা সুলতানা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিচালক ও লাইন ডাইরেক্টর ডাঃ মোঃ রিজাওয়ানুল রহমান, পরিচালক স্বাস্থ্য বিভাগের খুলনার পরিচালক ডাঃ মনজুরুল মরশিদ, ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলাম, ঝিনাইদহের পুলিশ সুপার আজিম-উল আহসান, উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সভাপতি মোছাঃ শরিফুন্নেছা মিকি,উপজেলা নির্বাহী অফিসার উঠছে মে কোটচাঁদপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহাজান আলী,অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাঃ আব্দুর রশিদ।

মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামুল্যে চক্ষু রোগীদের চিকিৎসা সেবা

আমেনা বেগম। বয়স ৬০ পেরিয়েছে। মিরপুর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের গৌড়দহ গ্রামের ক্যানেলপাড়ার বাসিন্দা। বয়সের ভারে ঠিকমতো চোখে দেখতে পান না। মাঝে মাঝে দুচোখ চুলকায় এবং পানি পড়ে। স্থানীয় পল্লী চিকিৎসকের পরামর্শে মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে ৫ টাকার টিকিট কেটে ডাক্তার দেখান। তবে চোখের জন্য সেখানকার প্রশিক্ষিত নার্সরা তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর মেশিনের সাহায্যে সংশ্লিষ্ট ভিডিও কনসালটেশনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চিকিৎসাসেবা দেন। পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং চশমা বিনামূল্যে তাকে প্রদান করে হাসপাতাল কতৃপক্ষ।

শুধু আমেনা বেগমই নয়, তার মতো আরও অনেক চক্ষু রোগী এই সেবা নিয়েছে এই উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে।

জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট, ঢাকা এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এ বছরের আগষ্ট মাসে আধুনিক চক্ষু চিকিৎসায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কমিউনিটি ভিশন আই কেয়ার সেন্টারের উদ্বোধন করা হয়।

কেবল সম্ভব হয়েছে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কারণে।

মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কামারুল আরেফীন বলেন, সরকারের অন্যতম প্রশংসনীয় উদ্যোগ এটি। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী খুব সহজেই চক্ষু চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভায় এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি মানুষের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে কাজ করে চলেছেন। ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে স্মার্ট হবে দেশের স্বাস্থ্যসেবা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের স্বাধীন ভূ-খণ্ড এবং সংবিধান উপহার দিয়েছেন।বঙ্গবন্ধুর নির্দেশিত পথে গত ১৪ বছরে দেশের স্বাস্থ্যসেবা খাতে উন্নয়ন করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনা।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১১টার সময় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের আয়োজনে হাসপাতালের সম্মেলন কক্ষে উপজেলা হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা ০২ আসনের সাংসদ সদস্য হাজী মো: আলী আজগার টগরের সভাপতিত্বে হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় এমপি আরো বলেন, দেশের প্রতিটি জনগণের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে বর্তমান সরকার বদ্ধপরিকর। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দিতে দেশের সর্বত্র কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি মহতী উদ্যোগ। দামুড়হুদা হাসপাতালে সঠিকভাবে রোগীদের চিকিৎসা এবং তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা জন্য ডাক্তারদের তাগিদ দেন। দামুড়হুদা হাসপাতাল এর আগে

চিকিৎসা সেবায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। এ সময় তিনি উপজেলার যে সকল কমিউনিটি ক্লিনিকের সীমানা প্রাচীর নেই বা অসম্পূর্ণ রয়েছে সেগুলো অতি দ্রুত সম্পন্ন করার আশ্বাস প্রদান করেন। উপজেলার স্বাস্থ্য সেবাকে আরও ত্বরান্বিত করতে সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরনের সাহায্য এবং সহযোগিতা করা হবে বলে জানান তিনি।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: হেলেনা আক্তার নিপা, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মোঃ শহিদুল ইসলাম, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সাহিদা খাতুন,দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (অপেরশন) শফিউল আলম, সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হযরত আলী, পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এসএম জাকারিয়া আলম, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুল করিম বিশ্বাস, নতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলী, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ভারপ্রাপ্ত নিজাম উদ্দিন, দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালের সকল ডাক্তার ও কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।